International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 276-281
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.221

ন্যায়মতে আত্মা: একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

লখিন্দর মন্ডল
গবেষক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 20.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract:
From the time of antiquity philosophers mind has been traveled with a basic question–who am I? All the Indian philosophical schools have tried to meet this question by admitting one or other version of theory of the substratum theory of self. But this line of thinking is nullified by the Buddhist, as they think what we call self or ego is nothing but a stream of a momentary consciousness. This bundle or conglomeration theory has been refuted by udayana in his Ātmatattvavivek. The polemic of udayana has been developed on the account of self-embedded in nyāya Sutra and vāsya in this paper and attempt would be made to give an outline of self-advocated by ôkkhôpad, vātsyāna and udyotakara. Side by side an attempt would be made to reject the buddhist account of no-soul-theory.

Keywords: prameya, atman, lingaṁ, no soul theory, pratisandhāna

ভারতীয় দর্শনে আত্মা সম্বন্ধে নানা মতবাদ প্রচলিত। কেউ দেহাত্মবাদ সমর্থন করেন, কেউ মনাত্মবাদ, কেউ ইন্দ্রিয়াত্মবাদ; এগুলি মূলত চার্বাক সম্প্রদায়ের মতবাদ। বৌদ্ধরা নৈরাত্মবাদের সমর্থক। এছাড়া প্রায় সব ভারতীয় সম্প্রদায় আত্মবাদের কোন না কোন রূপ সমর্থন করেন। এই আত্মবাদ নিত্য, অপরিবর্তনীয় আত্মায় বিশ্বাসী। যা দেহে আশ্রিত হলেও দেহের মৃত্যুর পর পুনরায় দেহধারণ করে। ন্যায়–বৈশেষিক সম্প্রদায় আত্মবাদী। মহর্ষি গৌতম প্রতিষ্ঠিত ন্যায় দর্শনে আত্মাকে অন্যতম প্রমেয় পদার্থ হিসেবে মানা হয়েছে। যা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক চেতন সত্তা নয়। এই আত্মা দ্রব্য রূপেই স্বীকৃত। ন্যায়সূত্রে পদার্থের উদ্দেশ্য কথনে ষোড়শ পদার্থের উল্লেখ থাকলেও সেখানে আত্মার উল্লেখ পরিলক্ষিত হয় না। তবে মহর্ষি গৌতমকৃত ন্যায়সূত্রের নবম সূত্রে যে দ্বাদশ প্রমেয়ের উল্লেখ আছে তার মধ্যে আত্মা হল প্রথম। তবে এই আত্মা কেবলমাত্র জীবাত্মায় কিনা সে বিষয়ে বিতর্ক থাকলেও আত্মারই যে দেহের বন্ধন থেকে মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে এ বিষয়ে প্রায় সব সম্প্রদায়ই একমত। অন্যদিকে বৈশেষিক সূত্রে ও ভাষ্যে যে ছয়টি ভাব পদার্থের উল্লেখ আছে তাদের মধ্যে প্রধান দ্রব্য পদার্থের নয়টি প্রকারের একটি প্রকার হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে আত্মাকে। ওই আত্মা জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভেদে দ্বিবিধ। সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম ও জ্ঞান– এই আটটিকে জীবাত্মার অসাধারণ গুণ বলা হয়েছে। ইচ্ছা, প্রযত্ন ও জ্ঞান– এই তিনটিকে পরমাত্মার অসাধারণ গুণ বলে মানা হয়েছে।

ন্যায় দর্শন হল মুক্তির দর্শন। এখানে মুক্তি বা অপবর্গই হল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। ন্যায়সূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথমসূত্রে বলা হয়েছে– প্রমাণ–প্রমেয়–সংশয়–প্রয়োজন–দৃষ্টান্ত–সিদ্ধান্ত–অবয়ব–তর্ক–নির্ণয়–বাদ–জল্প–বিতণ্ডা–হেত্বাভাস–ছল–জাতি–নিগ্রহস্থানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।[১] অর্থাৎ এই ষোলো প্রকার পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান

থেকেই নিঃশ্রেয়সের অধিকম হয়। প্রশ্ন দেখা দেয় নিঃশ্রেয়স কার হয় বা কিভাবে হয়? একথা বলতে গিয়ে ন্যায়সূত্রে যে দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের কথা বলা হয়েছে সেই দ্বাদশ প্রমেয় বিষয় থেকেই মূলত নিঃশ্রেয়স লাভ হয় এবং এই দ্বাদশ প্রমেয়ের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের নবম সূত্রে বলা হয়েছে–

আত্মা-শরীরেন্দ্রিয়ার্থ-বুদ্ধি-মন-প্রবৃত্তি-দোষ-প্রেত্যভাব-ফল-দুঃখাপবর্গস্তু প্রমেয়ম্।[২] অর্থাৎ আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ এই দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় পদার্থ। এগুলোই প্রমেয় পদার্থ। প্রকৃষ্টরূপে মেয় বা উৎকৃষ্ট জ্ঞানের উপায় যে পদার্থগুলো অর্থাৎ যাদের জ্ঞান সরাসরিভাবে নিঃশ্রেয়সলাভের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সেগুলোই হচ্ছে প্রমেয়। এই প্রমেয় পদার্থগুলোর মধ্যে মুখ্য বা প্রধান প্রমেয় হল আত্মা। কারণ মুক্তি বা অপবর্গ বা নিঃশ্রেয়স সে আত্মার ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে এবং বলা হয়েছে 'তদঅত্যন্তবিমোক্ষ অপবর্গ'[৩] অর্থাৎ দুঃখাদি থেকে আত্মার একান্ত বিমুক্তিই হল অপবর্গ। আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হল আত্মা এবং আত্মার স্বরূপ।

আত্মা কী তার পরিচয় মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্রের প্রথম অধ্যায়ের নবমসূত্রে দেননি, তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে বাৎস্যায়নের ভাষ্যে। সেখানে আত্মার কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে– 'তত্রাত্মা সব্বর্স্য দ্রষ্টা, সব্বর্স্য ভোক্তা, সর্বজ্ঞঃ, সর্বানুভাবী'[৪] অর্থাৎ আত্মাদি প্রমেয়বর্গের মধ্যে আত্মা সমস্ত সুখ-দুঃখ কারণের দ্রষ্টা, সমস্ত সুখ-দুঃখের ভোক্তা। সুতরাং সর্বজ্ঞ অর্থাৎ স্বকীয় সুখ-দুঃখের সমস্ত কারণ ও সমস্ত সুখ-দুঃখের জ্ঞাতা। সুতরাং সর্বানুভাবী অর্থাৎ স্বকীয় সুখ-দুঃখের সমস্ত কারণ ও সমস্ত সুখ দুঃখপ্রাপ্ত। তাহলে প্রশ্ন দেখা দেয়, আত্মাতো ঈশ্বর নয়, তাহলে কেন সে সর্বস্ব দ্রষ্টা? এর উত্তরে বলা যায়, অনাদি কাল থেকে যতগুলো জন্ম হয়েছে প্রত্যেক জন্মের সকল সুখ-দুঃখ এবং সুখ-দুঃখের উপকরণের জ্ঞান সে লাভ করেছে সে জন্য সে সর্বস্য দ্রষ্টা। আত্মা সর্বস্য ভোক্তা কেন? তার কারণ হল যতগুলো সুখ-দুঃখ লাভ করেছে সবগুলোকে সে ভোগ করেছে। এই আত্মা আবার সর্ব্বানুভাবী। তার কারণ হল সে সমস্ত সুখ-দুঃখের সাধন ও সমস্ত সুখ-দুঃখকে প্রাপ্ত করে ওই সমস্তের জ্ঞাতা ও ভোক্তা; তাই সে সর্ব্বানুভাবীও বটে।

ন্যায়সূত্রকার গৌতম প্রথম অধ্যায়ের দশম সূত্রে আত্মার প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে বলেছেন– "ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-সুখ-দুঃখ জ্ঞানান্যত্মনো লিঙ্গম্"।[৫] অর্থাৎ ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ দেহাদিভিন্ন চিরস্থায়ী জীবাত্মার অনুমাপক হয়। এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, ইচ্ছাদি কিভাবে আত্মার অনুমাপক হয়? সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের আলোচনা প্রসঙ্গে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন। তাঁর যুক্তি এরকম– গুণমাত্রই দ্রব্যে আশ্রিত হয়। সুতরাং ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান এগুলিও গুণ হিসেবে কোন না কোন দ্রব্যে আশ্রিত হবে। ইচ্ছাদির আশ্রয় ঐ দ্রব্যই হল আত্মা।

প্রশ্ন উঠবে ইচ্ছাদির আশ্রয় দ্রব্যটি যে আত্মাই হবে তার প্রমাণ কি? এরকম প্রশ্নের উত্তরে ন্যায়বার্তিককার উদ্যোতকর এবং ন্যায়বার্তিক তাৎপর্যকার বাচস্পতি শেষবৎ অনুমানের অবতারণা করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন ইচ্ছাদি যে দ্রব্যে আশ্রিত তা আত্মা ভিন্ন কোন কিছু হতে পারে না। কারণ যে নব দ্রব্য ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত তার মধ্যে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এগুলি সবই ভূতদ্রব্য এবং বাহ্যইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষযোগ্য গুণের আশ্রয়। বাহ্যইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ইচ্ছাদির প্রত্যক্ষ হয় না। অবশিষ্ট চার প্রকার দ্রব্যের মধ্যে কাল ও দিক কোন বিশেষ দ্রব্যের আশ্রয় হয় না। তাই ইচ্ছা, দ্বেষাদি বিশেষ গুণের আশ্রয় তারা হতে পারে না। এমনকি মনকেও ঐ গুণগুলির আশ্রয় বলা যায় না। কেননা অযুগোপৎ জ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে গেলে মনকে অণুপরিমাণ বলে মানতে হয়। যা অনুপরিমাণ তার গুণ কখনোই প্রত্যক্ষযোগ্য হতে পারে না; অথচ জ্ঞান, সুখ-দুঃখ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় অবশিষ্ট দ্রব্য হিসাবে আত্মাই জ্ঞানাদির আশ্রয় বলে গণ্য হয়।

বৌদ্ধের আপত্তি খন্ডন:

নৈরাত্মবাদী বৌদ্ধরা সরাসরি ভাবে ন্যায়-বৈশেষিক তথা সকল আস্তিক সম্প্রদায়ের আত্মার ধারণাকে বর্জন করে। উপনিষদে আস্থাশীল প্রতিটি দর্শন সম্প্রদায় এক নিত্য মৃত্যুহীন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে, যা দেহের মৃত্যুর পর পুনরায় দেহ ধারণ করে। বৌদ্ধরা এরকম নিত্য, অপরিবর্তনীয় আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে। কি জড়জগৎ, কি মনোজগৎ উভয় ক্ষেত্রেই তারা ক্ষণিক স্বলক্ষণ বস্তু ধারা স্বীকার করেন। তাদের দৃষ্টিতে স্থায়ী জড় বলে যেমন কিছু নেই তেমনি স্থায়ী আত্মা বলেও কিছু নেই। বিভিন্ন মুহূর্তে একটি প্রদীপকে আমরা জ্বলতে দেখি; কিন্তু ঘটনা হল প্রতিমুহূর্তে সলতের ভিন্ন ভিন্ন অংশের দহন হয়। একইভাবে ভিন্ন ভিন্ন জলকণা প্রবাহিত হলেও আমরা তাদের একি নদী হিসেবে প্রত্যক্ষ করি। তেমনি প্রতিমুহূর্তে চেতনা ভিন্ন হলেও সেই চেতনা সমূহের ধারাকে এক অপরিবর্তীত আত্মা বলে ভুল করি আমরা। 'নৈরাত্ম' শব্দটির মধ্যে একটি নঞর্থক ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করেছেন হিরিয়াণা। এর দ্বারা আত্মা কি নয়, তাই সূচিত হয়। অন্যদিকে আত্মা কি তার পরিচয় বৌদ্ধরা দিয়েছেন সংঘাতবাদে এই সংঘাতবাদ অনুসারে যাকে আমরা আত্মা বলি তা আসলে সংঘাত- কতকগুলি স্কন্ধ বা উপাদানের সংঘাত। যার মধ্যে রয়েছে একটি দৈহিক উপাদান ও চারটি মানসিক উপাদান। দৈহিক উপাদানটি হল- রূপ স্কন্ধ, অন্যদিকে- বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই চারটি হল নাম। আত্মা আসলে এই পঞ্চস্কন্ধের সংহার বা নামরূপ সমাহার। নৈরাত্মবাদী বৌদ্ধরা ক্ষণিক বিজ্ঞান সন্তান সমূহের অতিরিক্ত স্থায়ী আত্মা অস্বীকার করেন। তারা দাবি করেন বিজ্ঞানগুলি ক্ষণিক হলেও তাদের মধ্যে ধারাবাহিকতা থাকার কারণে জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি সম্ভব হতে পারে। এই পূর্বপক্ষ খন্ডন করেছেন বাৎস্যায়ন। দশম সূত্রের ভাষ্যে তিনি বলেছেন যে, আত্মা অর্থের সঙ্গে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষবসত সুখ ভোগ করে সেই আত্মা পরে ওই জাতীয় পদার্থ প্রত্যক্ষ করে তা লাভের নিমিত্ত ইচ্ছা বা দ্বেষ করে, সেই আত্মাতেই প্রযত্ন উৎপন্ন হয় এবং তার ফলশ্রুতি স্বরূপ সেই আত্মাই সুখ-দুঃখ ভোগ করে, জ্ঞান লাভ করে। সহজকথায় ভিন্ন ভিন্ন কালে অনেক পদার্থের দর্শন করলেও আত্মা একই থাকে। অনেকার্থদর্শী এক আত্মা না থাকলে এই সেই জাতীয় বস্তু যা পূর্বের সুখ উৎপন্ন করেছিল এরকম প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব হয় না। আর প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান ছাড়া ইচ্ছা, প্রযত্ন, সুখাদি লাভও সম্ভব হয় না। প্রতিমুহূর্তের বিজ্ঞান যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে দ্রষ্টাবিজ্ঞান থেকে ভোক্তাবিজ্ঞান এবং ভোক্তাবিজ্ঞান থেকে স্মরণকারীবিজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন হয়। ফলস্বরূপ এক ব্যক্তির অভিজ্ঞতার বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞা যেমন অন্য ব্যক্তির হয় না, তেমনি এক বিজ্ঞানের বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞা অন্য বিজ্ঞানও সম্ভব হবে না।

আলয় বিজ্ঞানের ধারাই আত্মা এমত খণ্ডন:

যোগাচার বৌদ্ধরা আলয় বিজ্ঞান ধারার অতিরিক্ত কোন স্থায়ী আত্মা অস্বীকার করেন। তাদের মধ্যে ক্ষণিক বিজ্ঞান সন্তান আত্মসংবেদন স্বরূপ হওয়াই জ্ঞানাধার রূপে কোন স্থায়ী আত্মা স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। আর বিজ্ঞান ধারার মধ্যে পূর্ব-পূর্ব বিজ্ঞান, উত্তর উত্তর বিজ্ঞান যে সংস্কার রেখে যায় সেই সংস্কারের দ্বারাই স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব হওয়াই অনেকার্থদর্শী এক আত্মা স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। এখানে নৈয়ায়িক আপত্তি তুলে বলেন- ক্ষণিক বিজ্ঞান যদি স্বয়ং প্রকাশ হয় তাহলে স্বশক্তি কালেও জ্ঞানের আপত্তি হবে। আরো কথা ক্ষণিক বিজ্ঞান যদি স্বয়ং বিষয় জ্ঞানের প্রকাশক হয় তাহলে প্রশ্ন ওঠে তা কি সকল জ্ঞানের প্রকাশক নাকি জ্ঞান বিশেষের প্রকাশক? যদি সকল জ্ঞানের প্রকাশক হয় তাহলে জীবাত্মায় সর্বজ্ঞত্বের আপত্তি হবে। আর যদি বিশেষ জ্ঞানের প্রকাশক হয় তাহলে কেন তা জ্ঞানান্তরের প্রকাশক হয় সে প্রশ্ন উঠবে।

ন্যায় মতে জীবাত্মার সগুণত্ব:

ন্যায় দর্শনে জীবাত্মা হল সগুণ। জীবাত্মা সগুণত্ব প্রসঙ্গে ভাষা পরিচ্ছেদের ৩২ এবং ৩৩ নম্বর কারিকায় বলা হয়েছে–

বুদ্ধাদি–ষট্কং সংখ্যাদি–পঞ্চকং ভাবনা তথা।[৬]
ধর্মাধর্মৌ গুণা এতে আত্মনঃ স্যুশ্চর্তুদ্দশ।[৭]

অর্থাৎ বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম, ভাবনা বা সংস্কার এই নয়টি হল বিশেষগুণ এবং সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই পাঁচটি হল সামান্যগুণ অর্থাৎ এই চতুর্দশটি গুণ নিয়েই জীবাত্মার অস্তিত্ব। মীমাংসক ও রামানুজাদি বৈষ্ণব সম্প্রদায় জীবাত্মাকে সগুণ বলে স্বীকার করলেও সাংখ্য ও অদ্বৈতবেদান্ত দর্শন আত্মাকে নির্গুণ বলেছেন।

ন্যায় দর্শনে আত্মা হল সগুণ। আত্মার নির্গুণত্ববাদীগণ যখন বলেন 'আমি সুখী,' 'আমি জানি' ইত্যাদি প্রতীতি ভ্রম ছাড়া আর কিছু নয় তখন আত্মার সগুণত্ববাদীগণ বলেন– 'আমি সুখী', 'আমি জানি' ইত্যাদি অনুভব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ অন্য প্রমাণের দ্বারা বাধিত না হলে একে আমরা ভ্রম বলতে পারিনা। তাছাড়া মহর্ষি গৌতম বলেছেন– ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ এবং জ্ঞানের দ্বারা আত্মা অনুমান প্রমাণের গোচর হয়। ন্যায় দর্শনে আত্মা সগুণত্ব হলে প্রশ্ন দেখা দেয়, শ্রুতিতে যে নির্গুণ আত্মার কথা বলা হয় তার কি হবে? এর উত্তরে আচার্য উদয়ন বলেছেন– শ্রুতিতে যেমন নির্গুন আত্মার কথা বলা হয়েছে তেমনি বহু শ্রুতিতে সগুণ আত্মার কথাও বলা হয়েছে। এভাবে তাঁরা আত্মার সগুণত্ব প্রতিপাদন করেছে। আসলে আত্মার নির্গুণত্ব কথন আত্মার প্রকৃত তাৎপর্য নয়। তাছাড়া নৈয়ায়িক প্রবর হরিদাস ভট্টাচার্য এর ব্যাখ্যায় বলেছেন– সগুণত্ব এবং নির্গুনত্ব উভয় প্রকার শ্রুতি মুখ্যার্থে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তারা পরস্পর বিরুদ্ধ। তাছাড়াও শ্রুতিতে মুখ্যার্থ ও গৌণার্থ উভয় অর্থই আছে। সগুণত্ব হল মুখ্যার্থ এবং নিগুর্ণত্ব হল গৌণার্থ। নিগুর্ণত্বটা যথার্থ নয় কেননা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা সগুণত্ব শ্রুতি সমর্থিত হয়েছে এবং নিগুর্ণত্ব শ্রুতি বাধিত হয়েছে। আর তাই সগুণত্বকেই মুখ্যার্থে গ্রহণ করতে হবে। কাজেই আত্মার নির্গুণত্ব বাস্তবতত্ব নয়। তবে আত্মাকে নির্গুণ বলে ধ্যান করলে জীবের মুক্তির জন্য আকুলতা জন্মাবে, জীব রাগ, দ্বেষ, মোহ থেকে নিবৃত্ত হয়ে চিত্তশুদ্ধির জন্য তপস্যাদিতে ব্রত হবে।

জীবাত্মার নিত্যতা বিষয়ে ন্যায়মত:

ন্যায় দর্শনে দেহের অতিরিক্ত আত্মা স্বীকৃত হয়েছে। তবে এই আত্মা কী নিত্য না অনিত্য সে বিষয়ে সংশয় দেখা দেয়। দেহের অতিরিক্ত যে আত্মা আছে একথা প্রমাণ করার জন্য বলা হয়– বার্ধক্যযুক্ত দেহে যে আত্মা বিদ্যমান সেই আত্মায় যে পূর্ববর্তী বাল্যদেহে ছিল একথা প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারাই প্রমাণিত হয় কিন্তু দেহত্যাগের পরেও যে ঐ আত্মাই বিদ্যমান থাকে সে বিষয়ে বিভিন্ন শ্রুতি প্রমাণ আছে। যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদ, বৃহদারণ্যক উপনিষদ এবং স্মৃতিতেও এ বিষয়ে প্রমাণ আছে। কিন্তু যারা শ্রুতি প্রমাণ মানেন না তাঁদের জন্য শ্রুতি প্রমাণ নিরপেক্ষভাবে নৈয়ায়িকরা আত্মার নিত্যত্ব সাধন করেছেন।

ন্যায় দর্শনে বলা হয়েছে– যখন সদ্যোজাত কোন শিশু আপন মনে হাসি এবং কান্না করে তখন সে হাসি, কান্নার কারণ জানেনা। কারণ এসব বিষয়ে তার কোন অভিজ্ঞতা নেই। তথাপি সে কোন বস্তু পেলে তার হাসি জন্মে এবং কোন বস্তু না পেলে কান্না করে। সুতরাং তার হাসি এবং কান্না দেখে আমরা সদ্যোজাত শিশুটির শোকের অনুমান করতে পারি। যেহেতু বর্তমান জন্মে তার বস্তুর প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি হেতু তার সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা হয়নি অতএব প্রমাণিত হয় পূর্বাভ্যস্ত বিষয়ের স্মরণের ফলেই এই শোক উৎপন্ন হয়েছে। স্মরণ

পূর্বাভ্যাস ছাড়া হয় না। আর পূর্বাভ্যাসও এক্ষেত্রে পূর্বজন্ম থেকে সম্ভব হয়। অতএব এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে দেহবর্তী এই আত্মা পূর্ববর্তী এক একটি দেহের নাশের পরেও বিদ্যমান থাকে।

পূর্বপক্ষী বলতে পারেন পদ্মপ্রবৃত্তি অনিত্য পদার্থের যেমন বিকাশ ও সংকোচরূপ বিকার হয় তেমনি অনিত্য আত্মায় হাসি, ভয়, শোক প্রাপ্তিরূপ বিকার হয়– এর জন্য পূর্বজন্ম বা আত্মার নিত্যত্ব স্বীকারের প্রয়োজন কি? এর উত্তরে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেন হেতুর অভাব বসতই দৃষ্টান্তটি ব্যর্থ। কারণ এই দৃষ্টান্ত দ্বারা শিশুর হর্ষ, শোকের কারণে নিবৃত্তি হয় না। যেমন বৃদ্ধের পূর্বানভূত বিষয়ের স্মরণের ফলে হর্ষ, সুখ জন্মে। সেখানে যদি স্মরণের পূর্বাভ্যাসরূপ কারণ থাকে তবে সদ্যোজাত শিশুরও সেরূপ কারণ অনিবার্য ক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়ার হেতু অনুমিত হয়। পদ্মপত্রের প্রবোধ এবং সংকোচরূপ ক্রিয়ারও অবশ্য কোনো কারণ আছে। বস্তুত পঞ্চভূতির মিশ্রণ হতে উৎপন্ন পদ্মের উম্মিলন এবং নির্মিলনে গ্রীষ্ম, শীত ও বর্ষাকালের নির্মিতত্ত্ব আছে। শিশুর হর্ষ, শোক প্রভৃতি মানসিক পরিবর্তনের কোন কারণ অবশ্যই আছে এবং তা পূর্বাভ্যাস ছাড়া অন্য কিছু হতে পারেনা; পূর্বাভ্যাস ও পূর্বজন্ম অনুমাপিত করে। আত্মা পূর্বগামী সেই সেই দেহ পরিত্যাগের পরেও বিদ্যমান থাকায় আত্মার নিত্যতাই প্রমাণ করে।

প্রশ্ন দেখা যায় যে, অনিত্য বস্তুরও তো জন্ম মৃত্যু আছে; নিত্য বস্তুর জন্ম মৃত্যু স্বীকার করলে তার নিত্যত্ত্বের ব্যাঘাত ঘটবে। ন্যায় ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে আত্মা উৎপত্তি ও বিনাশশীল। সুতরাং আত্মার জন্ম মৃত্যু তাদের ক্ষেত্রেই মৃত্যুর পরে পুনরুৎপত্তি সম্ভব কিন্তু যারা আত্মার নিত্যত্ত্বে বিশ্বাসী তাদের ক্ষেত্রে একথা বাতুলতা। এর উত্তরে ন্যায় দর্শনে বলা হয়– 'প্রেত্যভাব'- অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরুৎপত্তি আত্মার নিত্যত্বের ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনা বরং আত্মার নিত্যত্ত্বের জন্যই প্রেত্যভাব সম্ভব হয়। এখানে উৎপত্তির অর্থ অনবস্থিত বস্তুর স্বরূপ লাভ নয় এবং মৃত্যুর অর্থও বিনাশ নয়। মহামতি বাচস্পতি মিশ্র এই তথ্যটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, নিকায় বিশিষ্ট(অর্থাৎ মনুষ্যত্বাদি জাতিযুক্ত) অভিনব দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, অহংকার, বুদ্ধি ও সংস্কারের সহিত আত্মার সম্বন্ধকে জন্ম বলে এবং সেই সমস্ত গৃহীত দেহাদীর পরিত্যগেই আত্মার মৃত্যু, তা আত্মার বিনাশ নয়। কারণ আত্মা কূটস্থ নিত্য।

চার্বাক দর্শনের প্রবক্তা বাচস্পতি যাজযজ্ঞ দান, সন্ন্যাসীর ত্রিদণ্ড, ভস্মলেপন, বুদ্ধিপৌরুষহীন ব্যক্তিদের জীবিকার কথা বলেছেন; একথাও মিথ্যা। কারণ বুদ্ধি পৌরুষহীন ব্যক্তি এই বহু আয়াসসাধ্য কর্মানুষ্ঠানের কল্পনা কোথা হতে লাভ করবে। লাভ করলেও প্রচুর বিদ্যা, বুদ্ধি এবং পৌরুষযুক্ত, রিপুবিজয়ী যোগীশ্রেষ্ঠ ঋষিরা তাদের ধূর্ততা ধরতে পারলেন না, আর চার্বাক দর্শনই এর মধ্যে প্রতারণার ইঙ্গিত খুঁজে পেলেন। অধিকন্ত যারা যাগাদির উপদেশ দিয়েছেন সেই ঋষিরাও স্বয়ং তাদের আয়াসসাধ্য অনুষ্ঠান করেছেন। আচার্য উদয়ন ন্যায়কুসুমাঞ্জলিতে যুক্তির দ্বারা পরলোক সাধন করতে গিয়ে বলেছেন– পরলোকর্থিগণের স্বর্গাদিরজন্য যাগাদিতে প্রবৃত্তি বিফল নয় কিংবা একমাত্র দুঃখই এর ফল নয়। অর্থ, যশ ইত্যাদি দৃষ্টবস্তুর লাভই এর ফল একথাও বলা যায় না। কেউ যাগাদির কল্পনা করে লোককে এরূপ প্রতারণা করেছে তাও সম্ভব নয়। বিশেষতঃ রাগ, দ্বেষ জয়ের ব্রত যারা গ্রহণ করেছিলেন সেই শাস্ত্র প্রণেতাদের সম্পর্কে প্রতারক শব্দটিই ব্যবহৃত হতে পারেনা। অতএব পরলোকের জন্য জায়গা দিতে প্রবৃত্তি হওয়ায় লোকে ফল ভোগকারী আত্মাও আছেন এবং যেহেতু দেহ ছাড়া আত্মা ফলভোগে সমর্থ্য নয় অতএব বর্তমান দেহের বিনাশের পরে আত্মার নতুন দেহ ধারণরূপ জন্মান্তরও অবশ্য স্বীকার্য। আমাদের পূর্ব কথিত সমস্ত যুক্তির দ্বারা এটাই প্রমাণিত হল যে, ন্যায়মতে আত্মা পূর্ব, মধ্য এবং পরকালে স্থায়ী এক পদার্থ। ইহা উৎপত্তিরহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাতন।

তথ্যসূত্র:

[১] ন্যায়সূত্র, গৌতম, ১/১/১, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক সম্পাদিত, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ,২০২৩, পৃষ্ঠা ১৮–১৯।

[২] তদেব, ১/১/৯, পৃষ্ঠা– ১৯৬।

[৩] তদেব, ১/১/২২, পৃষ্ঠা– ২৩৩।

[৪] তদেব, পৃষ্ঠা– ১৯৬।

[৫] তদেব, ১/১/১০, পৃষ্ঠা– ২০৩।

[৬] ন্যায়পঞ্চানন, বিশ্বনাথ, ভাষাপরিচ্ছেদ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী, ১৪২৮, পৃষ্ঠা– ১৩৪।

[৭] তদেব, পৃষ্ঠা–১৩৫।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. অন্নংভট্, তর্কসংগ্রহ, নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪১০ (বঙ্গাব্দ)

২. উদয়নাচার্য, ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, শ্রী মোহন ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৫।

৩. গৌতম, ন্যায় দর্শন, ফণিভূষণ তর্কবাগিশ কর্তৃক সম্পাদিত (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮৪

৪. গৌতম, ন্যায় দর্শন, ফণিভূষণ তর্কবাগিশ কর্তৃক সম্পাদিত (প্রথম খণ্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৩৮৭ (বঙ্গাব্দ)

৫. ন্যায়পঞ্চানন, বিশ্বনাথ, ভাষাপরিচ্ছেদ, আশুতোষ ভট্টাচার্য ন্যায়াচার্য কর্তৃক অনুবাদিত, কলকাতা: বিজয়ায়ন, ১৪১৩ (বঙ্গাব্দ)

৬. ন্যায়পঞ্চানন, বিশ্বনাথ, ভাষাপরিচ্ছেদ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৪২৩ (বঙ্গাব্দ)

৭. প্রশস্তপাদ, প্রশস্তপাদভাষ্যম্, ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৭

৮. মাধাবাচার্য, সর্বদর্শনসংগ্রহ, পঞ্চানন শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা: শিবানী প্রকাশনী, ১৪০১ (বঙ্গাব্দ)

৯. মিশ্র, কেশব, তর্কভাষা, শ্রী গঙ্গাধর কর কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯

১০. Chatterjee, Satish Chandra, AN INTRODUCTION TO INDIAN PHILOSOPHY. Kolkata: University of Calcutta. 2011

১১. Raghuramaraju A Philosophy and India, uk: Oxford University press, 2013

১২. Sinha, Jadunath, Indian philosophy(vol–1), London: NCBA, 2012